১০ সেপ্টেম্বর, ২০১৫

...এই নাটক রবীন্দ্রনাথের 'চার অধ্যায়'-এর সমগোত্রীয়

সৌ গ ত রা য়

আমি প্রথম রজনীতেই ব্রাত্য বসুর নাটক 'বোমা' দেখেছি। এর আগে তাঁর 'রুদ্ধসংগীত' নাটকে তিনি ঐতিহাসিক চরিত্রদের নাটকের কুশীলব বানিয়েছিলেন। 'বোমা' নাটকে তিনি সময়ের হিসাবে আরও পিছনে গিয়েছেন, স্বাধীনতা সংগ্রামের এক বিস্মৃত প্রায় অধ্যায়। বিংশ শতাব্দীর প্রথমে বাংলায় বিপ্লব প্রচেষ্টা তাঁর নাটকের প্রধান উপজীব্য করেছেন। অরবিন্দ, তার ভাই বারীন ঘোষ, হেমচন্দ্র কানুনগো, উল্লাসকর, টেগার্ট এমনকি দেশবন্ধুকে নাটকের চরিত্র হিসাবে তুলে ধরেছেন। 'বোমা' ফাটার নাটকীয়তার সঙ্গে ঐতিহাসিক ও কল্পিত চরিত্র মিশিয়ে এক ঠাস বুননে নাটক তৈরি হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে হেমচন্দ্র কানুনগোর কথা বলতে হয়। ঐতিহাসিক সুমিত সরকারের মতে, হেমচন্দ্র প্রথম প্রজন্মের বিপ্লবীদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য চরিত্র। মেদিনীপুরের এই বিপ্লবী ১৯০২ সালে প্রথম অরবিন্দ প্রমুখ নেতৃবৃন্দের সমস্ত বিপ্লবের উদ্দেশ্যে গঠিত গুপ্ত সমিতিতে যোগ দেন।

বারীন ঘোষের অপরিণত পরিশ্রমের প্রসূত অভিযানে হতাশ হয়ে উপযুক্ত বোমা তৈরি ও বাস্তব বিপ্লব সাধনের শিক্ষায় শিক্ষিত হবার জন্য হেমচন্দ্র ১৯০৬ সালে বিদেশ যাত্রা করেন ও ১৯০৮ সালের প্রথমে দেশে ফেরেন। চরমপন্থী জাতীয়তাবাদের উদগাতা অরবিন্দ তখনই আন্তর্জাতিক যোগসাজস কাজে লাগান। তার তৈরি তিনটি বোমার প্রথমটি চন্দননগরের ফরাসি মেয়রকে হত্যার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু মেয়র বেঁচে যান। দ্বিতীয়টি বই আকারের এবং তাতে স্প্রিং লাগানো ছিল। যথা সময়ে বই না খোলাতে কিংসফোর্ড বেঁচে যান। তৃতীয় বোমাটি ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকী মজঃফরপুরে ব্যবহার করেছিলেন।

১৯২৮ সালে 'বাংলায় বিপ্লব প্রচেষ্টা' নামে হেমচন্দ্রের বই প্রকাশিত হয়। ব্রাত্য মূলত বিপ্লবী আন্দোলন ও বোমার ব্যবহার সম্পর্কে হেমচন্দ্রের আখ্যান (ন্যারেটিভ) অনুসরণ করেছেন। নাটকেও দুই বিপরীতধর্মী মুখ্য চরিত্র হিসাবে হেমচন্দ্র ও বারীন ঘোষ সামনে এসেছেন। একদিকে হেমচন্দ্র দৃঢ়, বাস্তব বুদ্ধিসম্পন্ন, নির্মোহ; অন্যদিকে বারীন আধিপত্যপ্রিয়, অসহিষ্ণু ও অস্থির। মজঃফরপুরের বোমা বিস্ফোরণের খবর পাওয়ার পরেই নেতৃত্ব বারীন ঘোষকে নির্দেশ দিয়েছিলেন সবাইকে জানিয়ে দিতে এবং আড্ডা থেকে সবাইকে সরিয়ে দিতে। তিনি সেই নির্দেশ পালন করেননি। ফলে ২রা মে যখন পুলিশ প্রত্যুষে একসাথে ওই জায়গায় রেড করে, গুপ্ত সমিতির সকলে গ্রেপ্তার হয়ে যান। শুধু মুরারিপুকুরের বাগান থেকেই চৌদ্দজন গ্রেপ্তার হন। যার মধ্যে বারীন ঘোষ, উল্লাসকর, উপেন ব্যানার্জি ছিলেন। অরবিন্দ ও হেমচন্দ্রও আলাদাভাবে গ্রেপ্তার হয়ে যান। খানা-তল্লাসির ফলে মুরারিপুকুর ও হ্যারিসন রোড থেকে অস্ত্রশস্ত্র, বিস্ফোরক ও বৈপ্লবিক কাগজপত্র পাওয়া যায়। এ সবটাই হয়েছিল বারীন ঘোষের অসাবধানতার ফলে। গ্রেপ্তারের পর বারীন ঘোষ পুলিশের কাছে সম্পূর্ণ স্বীকারোক্তি দেন। হেমচন্দ্রই একমাত্র ব্যক্তি যিনি পুলিশের কাছে কোনো বিবৃতি দেননি।

নাটকে বারীন ঘোষের সঙ্গে বিপ্লবী দলের অন্যান্যদের বিশেষ

করে হেমচন্দ্রের সম্পর্কের টানাপোড়েন বারবার উঠে.এসেছে। এইখানে নাটককার একটি মাস্টার স্ট্রোক দিয়েছেন। তিনি সৃষ্টি করেছেন একটি কল্পিত নারী চরিত্র—কল্পনা। যে একজন নিহত বিপ্লবীর বিধবা স্ত্রী। তার সঙ্গে নাটকে উল্লাসকরের রোমান্টিক সম্পর্ক তৈরি হয় আবার সে বারীনের নারীলোলুপতায় আক্রান্ত হয়। সে (কল্পিত) স্বদেশি ডাকাতিতে অংশগ্রহণ করে। কিন্তু আসল চমক নাটকের শেষদিকে, যখন টেগার্ট আন্দামানে গিয়ে বিপ্লবীদের জানায় বিপ্লবী দলে তার আসল চর ছিল কল্পনা। নাটকের শেষ দৃশ্যে পণ্ডিচেরীতে সমুদ্রের ধারে কল্পনা অরবিন্দের সঙ্গে দেখা করে। তাকে জানায় যে বিপ্লবীদের নীচতা, দলাদলি প্রত্যক্ষ করে সে বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠেছিল। অরবিন্দের সঙ্গে তার কথোপকথন নাটকের সেরা মুহূর্ত হয়ে উঠেছে—এই দুই চরিত্রে দেবশংকর ও পৌলোমীর অভিনয়ের গুণে।

হেমচন্দ্রের বইয়ে বর্ণিত আরও অনেক ঘটনা নাটকে উঠে এসেছে। যেমন বিপ্লবীদের একাংশের মধ্যে আধ্যাত্মিক শক্তি লাভের উপর বিশ্বাস ও সেই প্রসঙ্গে লেলে মহারাজের আগমন। আলিপুর জেলে বিপ্লবীদের বন্দীদশা, সিআইডির ইন্সপেক্টর পূর্ণচন্দ্র লাহিড়ীর স্বীকারোক্তি আদায়ের চেষ্টা, আলিপুর জেলের মধ্যে বিশ্বাসঘাতক নরেনের গোঁসাইয়ের হত্যা।

আলিপুর বোমার মামলায় সতেরোজন বেকসুর খালাস হয়। শেষপর্যন্ত হাইকোর্টে বারীন, উল্লাসকর, উপেন ব্যানার্জি ও হেমচন্দ্রের যাবজ্জীবন দীপান্তর হয়। নাটকে আন্দামানের জেলে এই চার বন্দীর কথোপকথন ও টেগার্টের সঙ্গে তাদের আলোচনা আছে।

নাটকের সবচেয়ে প্রশংসনীয় তার মঞ্চ সজ্জা। নাটকে একটি ত্রিমাত্রিক (থ্রি-ডাইমেনশন) মঞ্চ তৈরি করা হয়েছে, যাতে উচ্চতা ও গভীরতা একসাথে অনুভূত হয়। প্রথম দৃশ্যে বোমা ফাটার সময় তাই একটা ড্রামাটিক এফেক্ট তৈরি হয়। আবার স্টেজটি দোতলা। জেলের দৃশ্যগুলিতেও মঞ্চসজ্জা যথাযথ হয়েছে। অরবিন্দ বোমার মামলায় ছাড়া পাবার পর পুরো সময় যোগসাধনের জন্য পণ্ডিচেরী চলে গেলেন। হেমচন্দ্র ১৯২১ সালে আন্দামান থেকে ছাড়া পাবার পর রাজনৈতিক প্রবাহ থেকে সরে গেলেন। তার লেখার মধ্যে বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডের সম্পর্কে একটা হতাশা প্রকাশ পেয়েছে। এই হতাশা ব্রাত্যর নাটকেও আছে। সেদিক থেকে চিন্তার দিকে এই নাটক রবীন্দ্রনাথের 'চার অধ্যায়'-এর সমগোত্রীয়। 'চার অধ্যায়'-এ রবীন্দ্রনাথ ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের গুপ্ত সমিতির কথা মনে রেখে সশস্ত্র বিপ্লবের ফিউটিলিটি কথা তুলে ধরেছেন। ব্রাত্যও বোধহয় বারীন ঘোষের কথা মনে রেখে সেই রাস্তায় হেঁটেছেন।